সহজ পুরুষার্থীর লক্ষণ

বাপদাদা তাঁর স্নেহী এবং সহযোগী বাচ্চাদের দেখে পুলকিত হচ্ছেন । স্নেহ আর মিলনের শুভ আকাঙ্খা - এই দুই শক্তির আধারে নিরাকার এবং আকার উভয় বাবাকেই সাকার রূপে সাকার সৃষ্টিতে নিয়ে আসার নিমিত্ত হয়ে যাও । তোমরা বাচ্চারা স্নেহ এবং গভীর অনুরাগের বন্ধনে বাবাকেও বেঁধে নিয়েছ । মেজরিটি এখনও মাতারাই । মাতাদেরই স্নেহবন্ধনে ভগবানকেও বাঁধার দিব্য কার্যকলাপ চিত্রে দেখানো হয়েছে । কোন বৃক্ষের সাথে তাঁকে বাঁধা হয়েছিল ? পূর্ব কল্পে বেহদের কল্পবৃক্ষের সাথে তাঁকে স্নেহ এবং নিষ্ঠার বন্ধনে বাঁধা হয়েছিল যা এখন রিপিট হচ্ছে । এইরকম বাচ্চাদের স্নেহের রেসপন্সে, স্নেহ আর গভীর অনুরাগের যে রস্যি দিয়ে বাবাকে বাঁধা হয়েছিল বাপদাদা সেই রস্যি দুটোকে হৃদয়-সিংহাসনের আসনে লাগিয়ে দোলনা বানিয়ে বাচ্চাদের দিয়ে দেন । এই কল্পবৃক্ষের মধ্যে তোমরা যারা তোমাদের পার্ট অভিনয় করছো, এই দোলাতে তারা অনবরত দুলতে থাকো । তোমরা সবাই তো দোলা পেয়ে গেছ, তাই না ! দোলায় বসে নড়ে যাও না তো ? স্নেহ আর নিষ্ঠার রস্যি সদা মজবুত, তাই না ! দোলায় বসে ওপর নীচে অর্থাৎ অস্থির হয়ে যাওনা তো ! দোলা তোমাকে দোলাতেও সক্ষম আর উঁচুতে ওড়াতেও । যতই হোক, যদি সামান্যতম ওপর নীচ হয়, তবে নীচে ফেলেও দেয় । দোলনা তো বাপদাদা সবাইকে দিয়েছেন । তাহলে এতে অনবরত দুলছো তো ! মাতাদের নিজেদের দোলার আর অন্যকে দোলানোর অনুভব হয়, তাই না ! যে বিষয়ে তোমরা অনুভাবী, বাপদাদা সেই বিষয়েই তোমাদের বলেন । কোনো নতুন কিছু না । তাই না ! অনুভব করার ব্যাপার তোমাদের সহজ লাগে নাকি মুশকিল মনে হয় ?

আজ এখানে কিসের সম্মেলন ? তোমরা সবাই সহজ যোগী, সহজ পুরুষার্থী, সহজ প্রাপ্তির প্রতিমূর্তি নাকি কখনো সহজ, কখনো অসুবিধার যোগী ? সহজ পুরুষার্থী অর্থাৎ হিমালয় পর্বত সমান কোনো সমস্যা এলেও সেটা উড়তি কলার আধারে সেকেন্ডে পার হয়ে যেতে পারে । পার করা অর্থাৎ কোন কিছু থাকবে যা পার করতে হবে । সবকিছু তোমরা সহজেই পার করে সেসবের ঊর্ধ্বে উড়ে যেতে পারো নাকি কখনো পাহাড়ের ওপরে নেমে আসো, কখনো নদীতে আর কখনো বা জঙ্গলে নেমে আসো ? তাহলে তোমরা কি বলো ? এখান থেকে আমাকে বার করো ! নাকি আমাকে বাঁচাও ! তোমরা নিশ্চয়ই তাদের মতো নও, তাই না ? তোমরা মাতারা একই ব্যাপারে বারবার আর্তনাদ করোনা তো, করো ? ভক্তির সংস্কার সমাপ্ত হয়ে গেছে, তাই না ! তোমরা অর্থাৎ দ্রৌপদীদের আর্তনাদ শেষ হয়ে এসেছে নাকি এখনো তোমাদের আর্তনাদ চলছে ? তোমরা এখন অধিকারী হয়ে গেছ, তাই তো ! আর্তনাদের সময় সমাপ্ত হয়েছে । সঙ্গমযুগ প্রাপ্তির সময় নাকি আর্তনাদের সময় ? সহজ পুরুষার্থী হওয়া অর্থাৎ সবকিছু পার করে সহজভাবে সর্বপ্রাপ্তি । সহজ পুরুষার্থী সদা বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রারব্ধ লাভ করার অনুভাবী হবে । তাদের প্রারব্ধ স্পষ্টভাবে তাদের কাছে প্রতীয়মান হবে যেমন তোমাদের স্থূল দৃষ্টিতে সব বস্তু প্রতীয়মান হয় । বুদ্ধির অনুভবের নেত্র দ্বারা তারা তাদের প্রারব্ধ দেখতে পাবে অর্থাৎ দিব্য তৃতীয় নেত্র দ্বারা । সহজ পুরুষার্থী প্রতি পদে শতগুনেরও অধিক আয়ের অনুভব করবে । এইভাবে তুমি নিজেকে সর্ব ঐশ্বর্যের ভাণ্ডারে পরিপূর্ণ সঙ্গমযুগী আত্মা অনুভব করবে । কোনরকম শক্তি থেকে, কোনরকম ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার থেকে, জ্ঞানের পয়েন্ট থেকে, খুশি থেকে বা নেশা থেকে তোমরা কখনও খালি থাকবে না । খালি হওয়া পড়ে যাওয়ার সাধন । গাড্ডা হয়ে যায় যে,

তাইতো তোমরা গাড্ডায় পড়ে যাও । গোড়ালিতে সামান্য মোচ লাগলেও তোমরা আকুল হয়ে যাও ! এই বুদ্ধিরও মোচ লাগে, সঙ্কল্প বাঁকা হয়ে যায় । সর্ব সম্পদের শক্তিশালী ভাণ্ডারে পরিপূর্ণ হওয়ার বদলে কমজোর আর খালি হয়ে যাও । আর সেটাই তোমাদের সঙ্কল্পকে মচকে দেয় । এইরকম কেন করো ? তারপরে তোমরা বলো রাস্তাই বাঁকা ছিল । তোমরা অসাধু নও ? বাঁকা রাস্তাকে তো সোজা করতে হবে, তাই না ! তোমরা শক্তি অবতার কিসের জন্য ? যা কিছু বাঁকা সেটা সরল করার জন্য । কি কন্ট্র্যাক্ট তোমরা করেছিলে ? এই হলের ভূমিকে অসমান থেকে সমান বানিয়েছ, সেইজন্য তো তোমরা আরামে বসে আছো । সুতরাং হলের কট্র্যাক্টরকে জিজ্ঞাসা করো, সে কি কখনো ভেবেছিলো, ভাঙাচোরা সোজা করতে গেলে মোচ লাগতে পারে ! সে সবকিছু মসৃণ করেছে নাকি কত বাঁকাচোরা তাই নিয়ে ভাবতেই থেকে গেছে ! কখনো সে ডিনামাইট দিয়ে পাথর ভেঙেছে, কখনো পাথর দিয়ে গাড্ডা ভরেছে, মেহনত তো করেছে, তাই না ! তোমরা সবাই তো স্বর্গ বানানোর কন্ট্র্যাক্ট নিয়েছ, তাই না ? অসমান সবকিছু সমান বানানোর কন্ট্র্যাক্টই তো তোমরা নিয়েছ ! এইরকম কন্ট্র্যাক্ট যারা নেয় তারা তো বলতে পারেনা রাস্তা ভাঙাচোরা ! হঠাৎ পড়ে যাওয়া, এটাও অ্যাটেনশনের অভাব । মনে পড়ে তোমাদের, সাকার দিনগুলোতে কেউ পড়ে গেলে কি করা হতো ! সেই বাচ্চার টোলি বন্ধ হয়ে যেত, কেন ? যাতে সে ভবিষ্যতে অ্যাটেনশন দেয় । টোলি দেওয়া কোনো বড় ব্যাপার নয়, টোলি তো বাচ্চাদেরই জন্য । কিন্তু এটাও স্নেহের এক রূপ । টোলি দেওয়া যেমন স্নেহ, টোলি না দেওয়া, সেটাও স্নেহ । তাহলে তোমরা কি ভাবলে ? তোমরা কি বলবে হঠাৎ পড়ে গিয়েছিলে নাকি রাস্তা বাঁকা ? পুরুষার্থের এই পথে এখনও তেমন ভিড় কোথায় হয়েছে ! এখনো তো নয় লাখ প্রজা তৈরিই হয়নি । এখন এক লাখেই খুশি হচ্ছ ।(৮৩ তে সংখ্যা ছিল এক লাখ) পুরুষার্থের এই মার্গ বেহদের মার্গ । সুতরাং বুঝেছ সহজ পুরুষার্থী কাকে বলে হয়ে থাকে ! যাদের মোচ লাগেনা বরং অন্যের গাইড হয়ে সহজভাবে তাদেরকে রাস্তা পার করিয়ে দেয় । সহজ পুরুষার্থীর যে শুধু লাভ আছে তাই নয় লাভের তারা মধ্যে ডুবে যায় । ভালোবাসায় নিমগ্ন এমন আত্মারা সহজেই চারিদিকের ভাইব্রেশন এবং বায়ুমন্ডল থেকে দূরে থাকে, কারণ ভালোবাসায় লীন হওয়া অর্থাৎ বাবা সমান শক্তিশালী এবং সব পরিস্থিতিতে সেফ থাকা । সুতরাং সমান হওয়া সবচেয়ে বড় সেফ । এই সেফ থাকাই হলো মায়াপ্রুফ । তাহলে তোমরা বুঝেছ সহজ পুরুষার্থ কি ! সহজ পুরুষার্থ অর্থাৎ কোনো অসাবধানতা নেই । কেউ কেউ অসাবধানতাকেই সহজ পুরুষার্থ মনে করে চলে । তারা সদা বিপুল ধনভান্ডারে পরিপূর্ণ হবেনা । অমনোযোগী পুরুষার্থীদের চরিত্রগত নীতিবোধ তাদের মনের ভিতরে কুড়ে কুড়ে খাবে আর বাইরে তারা গীত গাইতে থাকবে । কি গাইতে থাকবে ? তারা তাদের নিজের মহিমা গাইতে থাকবে । সহজ পুরুষার্থী নিরন্তর বাবার সঙ্গ অনুভব করবে । তোমরা সেইরকম সহজ পুরুষার্থী ? সহজ পুরুষার্থী সদা সহজ যোগী জীবনের অনুভব করতে পারে । তাহলে তোমরা কোনটা পছন্দ করছো ? সহজ পুরুষার্থী নাকি মুশকিল কেউ ? তোমাদের সহজ পুরুষার্থী পছন্দ, তাই না ! মনপছন্দ জিনিস যখন বাবা দিচ্ছেন তো নিচ্ছ না কেন ? না চাইতেও এটা হয়ে যাচ্ছে, এই শব্দও মাস্টার সর্বশক্তিমানের বোল নয় ! যদি তোমাদের ইচ্ছা একরকম হয় আর কর্ম অন্যরকম হয় তবে কি তাকে শিবশক্তি বলা হবে !

শিবশক্তি অর্থাৎ সর্ব অধিকার যার আছে, অধীন নয় । সুতরাং সেই ভাষা তো ব্রাহ্মণের ভাষা নয়, তাই না ! তোমরা তোমাদের ব্রাহ্মণ ভাষা তো জানো, তাই না ! সঙ্গমযুগের অনেকটা সময় অর্থাৎ সঙ্গমযুগের সহজ প্রাপ্তির সময় চলে গেছে । এখন সময় আর অল্পই বাকি আছে । এতেও সময় এবং বাবার থেকে বরদান প্রাপ্ত করে নিজেকে সহজ পুরুষার্থী বানিয়ে নিতে পারো । ব্রাহ্মণের পরিভাষাই

হলো কঠিনকে সহজ বানানো । এটাই ব্রাহ্মণের ধর্ম, কর্ম । জন্মে এবং কর্মে ব্রাহ্মণ অর্থাৎ সহজ যোগী এবং সহজ পুরুষার্থী হওয়া । তাহলে এখান থেকে তোমরা কি রূপে ফিরে যাবে ?

মধুবনকে পরিবর্তন ভূমি বলে থাকো, তাই না ! ফিরে যাওয়ার আগে মুশকিল শব্দকে তপোভূমিতে ভস্ম করে এবং সহজ যোগীর বরদান সাথে নিয়ে যেও । পরিবর্তনের পাত্র অর্থাৎ দৃঢ় সংকল্পের পাত্র যাওয়ার আগে ধারণ করে নিও, তখনই তুমি বরদান ধারণ করতে পারবে । নয়তো কেউ কেউ বলে বাবা তো তোমাদের বরদান দিয়েছিলেন কিন্তু সেইসব আবুতেই থেকে গেছে । তোমরা ফিরে গিয়ে দেখ বরদান তো তোমাদের সাথে আসেইনি । তোমরা যোগ্য পাত্রে বরদান নিয়েছিলে ? যদি নাই নিয়ে থাকো তো সেইসব কোথায় গেল ? যিনি দিয়েছিলেন তাঁর কাছেই তো থেকে গেছে, তাই না ! এইরকম কোরোনা ! তোমরা খুব চতুর হয়ে গেছ । তোমরা তোমাদের নিজের দোষ মানতে চাওনা । তোমরা বলো, আমি জানিনা বাবা কেন এটা করেছিলেন ! তোমাদের নিজেদের সব কমজোরি বাবার ওপর চাপিয়ে দাও । বাবা চাইলে এটা করতে পারেন, কিন্তু তিনি করেননা । বাবা দাতা নাকি তিনি তোমাদের থেকে নেন ? দাতা তো সদা দেন কিন্তু যারা নেওয়ার তারা তো নেবেও, তাই না ! নাকি দেবেনও বাবা নেবেনও বাবা ! বাবা নেবেন তো ভরপুর হবে কি করে ! সুতরাং তোমরা অন্ততঃ নিতে তো শেখো । আচ্ছা - তোমাদের মিলন তো হয়ে গেছে, তাই না ? বাবা সবাইকে আমোদিত করলেন, চিত্ত বিনোদন করলেন আর সবার চেহারাও দেখেছিলেন । এই সময়ে তোমাদের চেহারা খুব চিয়ারফুল সবাই খুশির দোলায় দুলছে । তাহলে কি এটা মিলন হলোনা ! মিলন হওয়া অর্থাৎ একে অন্যের চেহারা দেখা । দেখেছিলে তো, তাই না ! তোমরা বরদান যেমন পেয়েছ পাত্রও পেয়েছ । বাকি কি থেকে গেল ? তুমি তো দিদি দাদীর থেকে টোলি আগেই খেয়ে নিয়েছ । যখন ব্যক্ত রূপে নিমিত্ত বানিয়ে দেওয়া হয়েছে, তবে কেন তোমরা অব্যক্ত রূপকে ব্যক্ত বানাও ? দিদি দাদীও তো বাবা সমান, তাই না ! যখন তোমরা দিদি দাদীর থেকে টোলি নাও তখন কি ভেবে নাও ? বাপদাদা টোলি দিচ্ছেন । টোলি নিতে নিতে যদি তুমি ভাবো যে দিদি বা দাদী দিচ্ছেন, সেটাও ভুল হয়ে যাবে । আচ্ছা, তাহলে এখনো তোমাদের টোলি নেওয়ার ইচ্ছে আছে ! যদি টোলি খাবেই মনে করছো তবে বাবার সামনে তো আসবে, তাই না ! তাহলে আজই সবাই ক্যু লাগাও আর টোলি খাও । হৃদয় তো ভরবে না কখনো । হৃদয় ভরতে থাকা উচিৎ, কিন্তু ভরে যাওয়া ঠিক নয় । যদি সামান্য কিছু খালি থাকে তো সেটাই ভালো । একমাত্র এর মাধ্যমেই তোমরা নিরন্তর নিজেদের ভরতে বাবাকে স্মরণ করবে ! ভরে গেলে তো তোমরা বলবে খাও-দাও আর মজা করো ! আচ্ছা ।

সদাসর্বদা সহজ যোগী, সহজ পুরুষার্থী, সদা সকলের মুশকিলকে সহজ করে দেয়, এইরকম বাবা সমান মাস্টার সর্বশক্তিমান, সদা সর্ব ধন-ঐশ্বর্যে পূর্ণ, সর্ব ধনভাণ্ডারের দ্বারা নিজের সাথে বিশ্বের সেবা করে, এমন শ্রেষ্ঠ আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।

মাতাদের বিভিন্ন গ্রুপের সাথে বাপদাদার সাক্ষাৎকারঃ -

সবাই তোমরা কল্প পূর্বের তোমাদের নিজেদের ছবি দেখতে থাকো ? এমন কোন ছবি যাতে তোমরা বাবার সাথেও আছ এবং সেবাও দেখানো হয়েছে । গোবর্ধন পর্বত ওঠানোর । এই ছবিতে বাবার সাথে বাচ্চারা আছে এবং উভয়েই সেবা করছে । পর্বত ওঠাতে তোমার আঙুল দেওয়া, সেতো সেবাই

হলো, তাই না ! তোমাদের মনে উৎসাহ আসে কারন তোমাদের সহযোগের স্মৃতিচিহ্ন তৈরি হয়ে গেছে, তাই না ! আঙুল সহযোগের চিহ্ন । সবাই তোমরা বাপদাদার সহযোগী হয়েছ, তাই না ! তোমরা জন্ম কেন নিয়েছ ? সহযোগী হওয়ার জন্য । সুতরাং সদা স্মৃতিতে রাখো, আমরা জন্ম থেকে সহযোগী আত্মা । প্রথমে তোমরা কোনকিছু জানতে না, সেইজন্য তন, মন, ধন ভক্তিতে লাগিয়েছ আর এখন যা কিছু বাকি আছে সেইসব বাবার সহযোগী হয়ে সত্য সেবায় ব্যবহার করছ । শতকরা ৯৯ ভাগ তোমরা নষ্ট করেছ, বাকি ১ শতাংশ অবশিষ্ট আছে । যদি সেটাও সহযোগে না লাগাবে তো কোথায় লাগাবে ! দেখ, কোথায় তোমরা সত্যযুগের রাজা ছিলে আর আজ কি হয়েছ ! এমনকি তোমাদের দেহে শক্তিই বা কোথায় ! এখনকার যুবকেরা বৃদ্ধ । বৃদ্ধরা যত কাজ করতে পারে, আজকের যুবকেরা তা' করতে পারেনা । তারা নামেই যুবক । তোমরা তোমাদের ধন খুইয়েছ, দেবতা থেকে ব্যবসায়ী সম্প্রদায় (বৈশ্যবুদ্ধি) হয়ে গেছ । মনের শান্তিই বা আর কোথায় থাকল,লক্ষ্যহীন হয়ে ঘুরে মরছ ! তোমরা মনের শান্তি, তন, ধন সবকিছু খুইয়েছ, তাহলে আর থাকল কি ? তবুও তোমরা কৃতজ্ঞ থাকো, অন্ততঃ তন, মন, ধনের এখনো অবশিষ্ট এক শতাংশ ঈশ্বরীয় কার্যে ব্যবহার করলে ২১ জন্মের জন্য ২৫০০ বছরের জন্য জমা হয়ে যাবে । বাবা এমন সহযোগী বাচ্চাদের সদা স্নেহ দেন, সহযোগ দেন । আর এই সহযোগের ছবি আজও তোমরা দেখতে পাচ্ছ । এখন তোমরা এটা প্র্যাকটিস করছ আর ছবিও দেখছ । সাধারণতঃ মৃত্যুর পরে কেউ তার ছবি দেখতে পায়না । সাকার রূপে তোমরা তোমাদের পূর্ব কল্পের ছবি দেখছ । আগে তোমরা তোমাদেরই ছবির পূজা করতে । তখন যদি তোমরা সেই সম্বন্ধে জানতে তাহলে তাদের গায়ন করতে না, তোমরাই হয়ে যেতে । তাহলে এইভাবে সবাই তোমরা সহযোগী, তাই না ! সদা সর্ব কার্যে সহযোগ দেওয়ার শুভ সঙ্কল্প রেখে যে কোনো ধরণের বাতাবরণকে শক্তিশালী বানানোয় সদা সহযোগী হও । বাতাবরণে কোনরকম ওঠাপড়া হতে দিওনা । সহযোগী হওয়ার বদলে কখনও অবস্থার অবাঞ্ছিত পরিবর্তনকারী হয়ে যেওনা । সদা সহযোগী হওয়া অর্থাৎ সদা সন্তুষ্ট । এক বাবা, দ্বিতীয় কেউ নয় - এই স্মৃতিতে অনবরত চলতে থাকো, উড়তে থাকো । কোনও সঙ্কল্প এলে চোখ তুলে ওপরে দিয়ে দাও আর নিজে নিঃসঙ্কল্প হয়ে চলতে থাকো । তোমার ভাব-ধারণা এবং সঙ্কেত দেওয়া এক ব্যাপার আর অবস্থার অবাঞ্ছিত পরিবর্তনের বশে আসা এক ব্যাপার । সুতরাং, সদা একরস স্থিতিতে থাকো । সঙ্কল্প দাও আর নিঃসঙ্কল্প হও । আত্ম-উন্নতি আর সেবার বৃদ্ধিতে সদা নিজেকে বিজি রাখো এবং সবার প্রতি শুভ ভাবনা রাখো । শুভ ভাবনায় যে সঙ্কল্প হয় সেইসব পূর্ণ হয়ে যাবে । শুভ সঙ্কল্প পূর্ণ হওয়ার সাধন হলো একরস অবস্থা । শুভ চিন্তনে, শুভ চিন্তক হওয়ার দ্বারা সর্বক্ষেত্রে তোমরা সম্পন্ন হয়ে যাবে । শক্তিশালী শ্রেষ্ঠ আত্মাদের কর্তব্য হলো চারিদিকের বাতাবরণকে শক্তিশালী বানানো । আচ্ছা ।

বরদানঃ - অব্যক্ত পালনার দ্বারা শক্তিশালী হয়ে 'লাস্ট সো ফাস্ট' হয়ে ফার্স্ট নাম্বারের অধিকারী ভব

অব্যক্ত পার্টে আসা আত্মাদের পুরুষার্থে তীব্রগতিতে যাওয়ার ভাগ্য সহজেই প্রাপ্ত হয়েছে । এই অব্যক্ত পালনা সহজেই তোমাকে শক্তিশালী বানায় । এইজন্য যে যত সামনে এগোতে চায় এগিয়ে যেতে পারে । এই সময় 'লাস্ট সো ফাস্ট' এবং 'ফাস্ট সো ফার্স্ট ' -এর বরদান প্রাপ্ত হয় । সুতরং এই বরদানকে কার্যে লাগাও অর্থাৎ সময় অনুসারে বরদানকে স্বরূপ বানাও । যা কিছু প্রাপ্ত হয়েছে ইউজ করো তবে ফার্স্ট নম্বরে আসার অধিকার প্রাপ্ত হয়ে যাবে ।

স্লোগানঃ- স্বমানের সীটে সেট থাকলে তবে সকলের থেকে মান স্বতঃপ্রাপ্ত হবে ।